UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 47 ❑ 08 Feb., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

‘ওটা স্লিপ অফ টাং’

ডিগবাজি শান্তনুর

প্রতিনিধি ঃ দিন কয়েক আগে বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ডায়মন্ড হারবারে একটি সভায় গিয়েছিলেন। সেই সভা শেষে তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকার কি ড্রিল করবেন, তাতে কোন রাজ্য সরকার কি মানলো না কি মানলো তাতে তো কিছু যায় আসে না। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সিএএ ইমপ্লিমেন্ট হবে। এবার সেই বক্তব্য থেকে সরে গেলেন শান্তনু। শনিবার রাতে বাগদার কুঠিবাড়ি এলাকায় মতুয়াদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, 'আগামী ৭ দিনের মধ্যে রুল ফ্রেম সম্পন্ন হবে বলতে গিয়ে মুখ ফসকে বলেছি। ওটা স্লিপ অফ টাং। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রুল ফ্রেন্ড সম্পন্ন হবে বলতে গিয়ে মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সিএএ কিছুদিনের মধ্যে লাগু হবে এটা একশ শতাংশ গ্যারান্টি। এ বিষয়ে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতা ঠাকুর বলেন, 'সিএএ নিয়ে শান্তনু ঠাকুর প্রথম থেকে মিথ্যা কথা বলে আসছে।

ফের পুলিশের জালে ১১জন বাংলাদেশি

প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে বাগদা সীমান্ত দিয়ে। শুক্রবার তিন বাংলাদেশী ও দুই ভারতীয় দালাল গ্রেফতারের পর ফের শনিবার বাগদার বিভিন্ন এলাকা থেকে ১১জন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল বাগদা থানার পুলিশ। বাগদার একাধিক সীমান্ত দিয়ে বারবার অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে। পুলিশের ও বিএসএফ এর তৎপরতায় আটক ও গ্রেফতারের ঘটনা ঘটলেও তা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ জানিয়েছে, খবর পেয়ে ১১ জনকে সন্দেহজনকভাবে আটক করে পুলিশ। জেরায় তারা জানায় বাংলাদেশী। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এসেছে। এরপরই তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম হৃদয় চৈতন্য, আবির চন্দ্র মৃধা, লিপি রানী মৃধা, পপি আখতার, আব্দুর রহিম, শ্যামল সরকার, মোয়াজেম শেখ, মোহাম্মদ ইউসুফ, সঞ্জিত বিশ্বাস, বাপ্পা সেন, নীরব বিশ্বাস।

চাষের আড়ালে সোনা পাচার, ধৃত মহিলা

প্রতিনিধি ঃ জমিতে চাষাবাদের আড়ালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে হাতে হাতে পাচার হচ্ছে সোনা। তারকাঁটার ভেতরের চাষের জমি থেকে ফেরার পথে সোনার বিস্কুট সহ এক মহিলাকে আটক করল বিএসএফ। গাইঘাটা থানার আংরাইল সীমান্তের ঘটনা। ওই মহিলা পাচারকারীকে আটক করে তল্লাশি চালাতে উদ্ধার হয় ২২ টি সোনার বিস্কুট। যার ভারতীয় বাজার মূল্য আনুমানিক ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা।

বিএসএফ জানিয়েছে, ধৃত ওই মহিলার নাম যশোদা সিকদার। গাইঘাটা

তৃতীয় পাতায়...

অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রুখতে সিসি ক্যামেরা সীমান্ত বাজারে

প্রতিনিধি ঃ বাগদার একাধিক সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ও চোরাচলান নিত্যদিনের সমস্যা। অনুপ্রবেশ ও পাচারের ক্ষেত্রে বাগদার বাণেশ্বরপুর বাজারসহ একাধিক এলাকার নাম বারবার উঠে আসে। নিয়মিত ধরপাকড় চললেও একাধিকবার প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এবার অনুপ্রবেশ চোরাচালান রুখতে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে সিসিটিভি বসানোর কাজ শুরু করল করল পুলিশ।

সোমবার সকালে বাগদা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাণেশ্বরপুর বাজারে সিসিটিভি বাসানোর কাজ শুরু হল। মোট চারটি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়। এদিন সকালে বাণেস্বরপুর বাজারে বাগদার

তৃতীয় পাতায়...

ওষুধ ফেরত চাওয়ায় দুর্ব্যবহার

দালাল চক্রের দাবি রোগীর পরিবারের লোকজনের

প্রতিনিধি ঃ ওষুধ ফেরত চাওয়ায় রোগীর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠল বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতালে দালাল চক্র সক্রিয় দাবি পরিজনদের। সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার রাতে বনগাঁর জয়পুর এলাকার বাসিন্দা অশোক অধিকারী তার অসুস্থ স্ত্রীকে ভর্তি করেছিলেন বনগাঁ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। অশোক বাবুর স্ত্রীর নাম মিনতি অধিকারী । তিনি বমি ও পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয় । অশোক বাবুর অভিযোগ, স্ত্রীকে ভর্তি করার পর হাসপাতাল থেকে ৬ টি ইনজেকশন বাইরে থেকে কিনতে বলা হয়। তা কিনে দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারেন, তিনটি ইনজেকশন তাকে দেওয়া হয়েছে। বাকি তিনটি ইনজেকশনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। অশোক বাবু বলেন, 'রোগীর আত্মীয় হিসেবে বাকি ওষুধের হিসেব জানার জন্য বারবার আবেদন করলেও ওষুধ আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়নি। উল্টে আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। পরিজনদের অভিযোগ হাসপাতালে একটি দালাল চক্র সক্রিয়। তারা রোগী ও রোগীর পরিজনদের প্রতারিত করে অর্থ উপার্জন করছে। বিষয়টি নিয়ে অশোক বাবু হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বারুই এর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

সুপার বলেন, নার্সদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, বাইরে থেকে কেনা ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে। রোগী সুস্থ আছে। সোমবার তাকে ছুটি করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সংবর্ধনা আইনজীবী সুকমলেন্দু সাহাকে

নীরেশ ভৌমিক ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ ও আইন পাশ করে ১৯৭৪ সাল থেকে বনগ্রাম মহকুমা আদালতে ওকালতি শুরু করেন সুকমলেন্দু সাহা। অচিরেই ব্যবসায় শ্রী সাহার নাম মহকুমার সীমানা ছাড়িয়ে সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। বনগ্রাম মহকুমা আদালতের বর্ষিয়ান আইনজীবী ও যৌথবারের সভাপতি সুকমলেন্দু সাহা ১৯৭৪ সালের গোড়াতেই আইন ব্যবসায় যোগ দেন। এ বছর তাঁর ওকালতি জীবনের ৫০ বৎসর পূর্ণ হল। শ্রী সাহার ওকালতি জীবনের দীর্ঘ অর্ধশত বৎসরকে স্মরনীয় করে রাখতে গত ৭ ফেব্রয়ারি

দ্বিতীয় পাতায়...

বেহাল সড়ক, দুর্ভোগে এলাকাবাসী

নীরেশ ভৌমিক ঃ এলেকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য ঠাকুরনগর চাঁদপাড়া পাকা সড়কের ধার দিয়ে পাইপ বসানোর কাজ শুরু হয় বেশ কয়েক মাস আগেই। ফলে রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে। রাস্তার এক ধারে বড় গত খোঁড়ায় সংকীর্ণ ও বিপজ্জনক সড়কে মানুষজনের চলাচলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। মাঝে মধ্যেই ছোট খাটো দুর্ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে রাস্তায় যাতায়াতকারী মানুষজনকে। সম্প্রতি রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। খোঁড়া হয়েছে রাস্তার দুধার। ফলে রাস্তা ফের বেহাল হয়ে পড়ে। অসমান রাস্তায় বিভিন্ন যানবাহন চলাচলে সমস্যা দেখা দেয়।

এই রাস্তার দু'ধারে রয়েছে বেশ কয়েকটি স্কুল, রয়েছে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় এবং রেল স্টেশন। ব্যস্ত এই রাস্তার কাজ

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
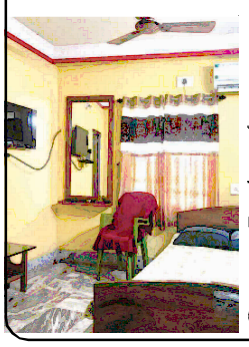
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ৪৭ ❐ ০৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

জল নিয়ে ছেলেখেলা নয়-একটু ভাবুন

জলের আরেক নাম জীবন। তাই জলের জন্য যদি জীবন বিপর্যস্ত হয় তাহলে দায়ী আমরাই। আমাদের অসচেতনতা। কারণ অনেক সময় আমরা অযথা জল নষ্ট করি। জল যে আমাদের জীবনে কত বড় বন্ধু, মাঝেমাঝে সেটা আমরা ভুলে যাই। সমগ্র মানবকুলকে জলের প্রয়োজনে বাঁচতে প্রথমে চাই গণ-সচেতনতা। জল কোনোভাবেই নষ্ট করা চলবে না। আমাদের এই বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। অনেক সময় রাস্তাঘাটে দেখা যায়, কল থেকে জল নির্গত হয়ে চলেছে অনর্গল, অথচ কেউ একজন এগিয়ে এসে কলটা বন্ধ করে দিচ্ছে না— এটা সম্পূর্ণভাবে মানব মনের অসচেতনতা। শুধু রাস্তাঘাট নয়, বাড়ির কলের ব্যাপারেও আমাদের জাগ্রত থাকতে হবে। জলের ব্যাপারে যেভাবে ভূগর্ভস্থ থেকে জল তোলা হচ্ছে তাতে একদিন না একদিন হয়তো দেশবাসীকে ওয়াটার ক্রাইসিসে ভুগতে হতে পারে। তাই এখন থেকে যদি আমরা সচেতন হই, জল আমরা অযথা নষ্ট হতে দেব না, এই ভাবনা নিয়ে এখন থেকেই এগোতে হবে।

মানুষ যেসব রোগে আক্রান্ত হয়— তার অনেকগুলি জলবাহিত। সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— আমাশয়, কলেরা, জন্ডিস, চর্মরোগ। ইদানিং কোন কোন অঞ্চলে আর্সেনিকের পরিমাণ মাত্রা অতিরিক্ত হওয়ার ফলে ভয়ংকর রোগ দেখা দেয়। এইগুলি আমাদের ভালোভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে। এসবের জন্য প্রয়োজন নাগরিক কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া। ২০০০ সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘ W. H. O মাঝেমধ্যেই বিশুদ্ধ পরিশ্রুত জলের অভাব মেটাতে গড়ে উঠেছে এক নতুন শিল্প। জল শিল্প। কিছু সংস্থা বোতলে মিনারেল ওয়াটার তৈরি করে বাজারে ছেড়েছে। ১ লিটার মিনারেল ওয়াটার, এক লিটার দুধের দামের মধ্যে সামান্য পার্থক্য। তবে এইসব সংস্থার দাবি মতো, ওই পানীয় জল কতটা বিশুদ্ধ সে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

প্রাত্যহিক জীবনে একটা দিন অনাহারে কাটানো যায়, কিন্তু জল ছাড়া একটা দিন ভাবা যায় না। সভ্যতার অগ্রগতি একটার পর একটা প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে চলেছে। এবার জলের পালা। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, সমস্ত প্রাণীকুলকে বাঁচাতে জল যেন আমরা সংরক্ষণ করে রাখতে পারি। তেড়ে গণ আন্দোলন করা উচিত। আগামী দিনে জল অপচয় যেন আমরা না করি। অপচয় করলে একদিন না একদিন আমাদের বিশাল বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

অর্ধশত বছরের সিঁড়ি বেয়ে বিচারের মন্দিরে

সুকমলেন্দু সাহা

অর্ধশত বছর তোমাদের সাথে বিচারের মন্দিরে
এরপর আমার নিবাস হবে দিগন্তের ওপারে।
অহিংসার পূজারী হই যেন আমরা আমাদের মহান পেশায়
বিচারপ্রার্থীরা আসুক বিচারের মন্দিরে ন্যায় বিচারের আশায়।
পরিষেবার পরিতৃপ্তিতে ভরুক আমাদের মন
সংকীর্ণতাই মৃত্যু উদারতাই জীবন।
অহিংসাই সত্য জাতির জনকের কথা
হিংসার সাথে মিশে থাকে অভিশাপের তিলক মাখা।
আকাঙ্খার তৃপ্তি মোর তোমাদের মিষ্টিমুখ করে
রাখিও এই উজ্জ্বল ছবি স্মৃতির এ্যালবামে ধরে।
খ্যাতিমানকে রাখিয়োনা অখ্যাতির আড়ালে
ডুবিতে হইবে অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্ঞানবানকে হারালে
করিও বিদেশ ভ্রমণ অজানাকে জানিবার তরে
সমৃদ্ধ হইবে তোমরা জ্ঞানের ভাণ্ডারে।
ঢালিও শান্তিজল হিংসার আগুনে
তবেই উড়িবে শান্তির কপোত বসন্তের ফাগুনে।
দীর্ঘায়ু হও তোমরা, হও সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী,
বিচারের মন্দিরে এই প্রার্থনা করি।

সংবর্ধনা আইনজীবী সুকমলেন্দু সাহাকে

প্রথমপাতার পর...

অল ইন্ডিয়া ল' ইয়াস ইউনিয়নের বনগাঁ শাখার পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

আদালতের সভাকক্ষে মনোজ কুমার সাহার পৌরোহিত্যে এবং সুকমলেন্দু বাবুর দীর্ঘদিনের সহকর্মী আইনজীবী অরুপ রায় চৌধুরী ও কৃষ্ণ ঘোষের আন্তরিক উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট আইন জীবীগণের মধ্যে ছিলেন শ্রী সাহার পেশাগত জীবনের দীর্ঘ দিনের সাথী স্বপন মুখার্জী, শ্রী কৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ। সতীর্থ আইনজীবীগণ পুষ্পস্তবক পেন ও স্মারক উপহারে তাঁদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় আইনজীবী সুকমলেন্দু বাবুকে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সেই সঙ্গে বর্ষিয়ান আইনজীবী শ্রী সাহার মধুর ব্যবহার ও পেশাগত কাজের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। কলকাতা হাই কোর্টের স্বনামখ্যাত আইনজীবী অরুন প্রকাশ চ্যাটার্জী ও রাজ্য নেতৃত্ব বিমলেন্দু দে ১৯৮০ সালে গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সুকমলেন্দু বাবু ছিলেন সেই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রথম কমিটির কনভেনর। ওই বছর দেশের রাজধানী দিল্লীতে আইনজীবী সংঘের সর্ব ভারতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেব উপস্থিত ছিলেন সে সময়কার তরুন আইনজীবী সুকমলেন্দু সাহা। পরবর্তীকালে শ্রী সাহা ১৮ বার রাজ্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছন। জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধ সরকার পক্ষের হয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতের বৃহত্তম মামলা লড়ে গাইঘাটার ডুমার বাওড় মামলায় জয় লাভ করে এলেকার দরিদ্র মৎসজীবীদের স্বার্থরক্ষা করে ছিলেন লড়াকু আইনজীবী সুকমলেন্দু বাবু।

এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল আইনজীবীগণ মহকুমা আদালতের বর্ষিয়ান আইনজীবী শ্রী সাহার সুস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।

ভ্রমণ

কানছা-দার দেশ নেপাল

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

আমরা ফিরে এলাম গৌরীদেবীর মন্দির থেকে লজে। ওখানে দুফুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে রেডি হয়ে নিলাম বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য। এবার যেতে হবে আমাদের গাড়ি করেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাঠমাণ্ডু উপত্যকাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। এটি একটি মেট্রোপলিটন সিটি। জনসংখ্যা প্রায় ৩ মিলিয়ন। কাঠমান্ডু মেট্রোপলিটন সিটির অন্তর্ভুক্ত ললিতপুর, ভক্তপুর, কীর্তিপুর এবং আরও কয়েকটি শহর রয়েছে। এইসব অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় ৬ মিলিয়ন। কাঠমান্ডু হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের বৃহত্তম মহানগর।

আমরা প্রথমেই এলাম স্বয়ম্ভু। এটি কাঠমাণ্ডু শহরের পশ্চিমে কাঠমাণ্ডু উপত্যকার একটি টিলার চূড়ায় অবস্থিত। এটি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মীয় কমপ্লেক্স। এই কমপ্লেক্সটিতে রয়েছে বিভিন্ন মঠ এবং মন্দির। এগুলির কিছু তৈরী হয়েছিল লিচাভি যুগে। লিচাভি যুগ সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া যাক।

ইন্দো- গ্যাঙ্গিক সমভূমির লিচাভিরা উত্তরে পাড়ি জমান এবং কিরাতদের পরাজিত করে লিচাভি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন প্রায় ৪০০ খ্রিস্টাব্দে। এই যুগে বিরুধাকার দ্বারা লুম্বিনীতে শকিয়াসের গণহত্যার পরে বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা উত্তর দিকে চলে গিয়েছিলেন এবং পরে কালিয়াস নামে প্রবেশ করেছিল। ৪০০ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাঠমান্ডু উপত্যকায় লিচ্ছভি, লিচাভি নামে একটি রাজ্য ছিল।

সাম্প্রতিক কালে সংযোজন হচ্ছে একটি তিব্বতি বিহার, জাদুঘর এবং গ্রন্থাগার। স্তূপে বুদ্ধের চোখ এবং ভ্রু আঁকা আছে। তাদের মধ্য এক নাম্বারে একটি নাকের ছবি আঁকা রয়েছে। কমপ্লেক্সটির দুটি প্রবেশ পথ রয়েছে। একটি দীর্ঘ সিঁড়ি যা সরাসরি মন্দিরের মূল প্ল্যাটফর্মের দিকে যায়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ ভোর ৫টার দিকে মনুমেন্ট জোনের প্রতাপুর মন্দিরে হঠাৎ বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

স্বয়ম্ভুনাথের বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্যই নেওয়া হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের বজ্রযান ঐতিহ্য থেকে। এটি হিন্দুদেরও শ্রদ্ধার স্থান। ভালো করে জানতে গেলে আরো কয়েকদিন করে প্রত্যেক স্থানে থাকা প্রয়োজন। সেটা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এবার আমরা গেলাম গুহ্যেশ্বরী মন্দির।

গুহ্যেশ্বরী মন্দির : এটি গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র মন্দির গুলির মধ্যে একটি। এটি আদিশক্তি বা মহাশক্তির মন্দির। মন্দিরটি পশুপতিনাথ মন্দিরের কাছেই অবস্থিত। এটিও একটি শক্তিপীঠ। কথিত আছে, গুহ্যেশ্বরী মন্দিরটি পশুপতিনাথ মন্দিরের শক্তি ও ১৭০০ শতকে রাজা প্রতাপ মল্ল মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের দেবী গুহ্যকালী নামে পরিচিত ও হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষত তান্ত্রিকদের কাছে মন্দিরটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ। এবার উত্তরে ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ও পথে পড়ে ফুট হিলস অফ শিবাপুরি ন্যাশনাল পার্ক। এই মূর্তিটি একটি বৃহৎ আকৃতির বিষ্ণু মূর্তি ,জলে শায়িত অবস্থায়। স্থানীয় মানুষেরা মূর্তির শায়িত অবস্থাকে লর্ডবিষ্ণু বলেই অভিহিত করেন। স্থানীয় মানুষেরা বিশ্বাস করেন, এই আদর্শ এসেছে কিং হরিদত্ত ভার্মার সময় থেকে। এবার আমরা এলাম বুদ্ধ স্তুপ দেখতে।

বুদ্ধ স্তুপ : কাঠমান্ডুর কেন্দ্র এবং উত্তর-পূর্ব সীমা থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ও এটি নেপালের বৃহত্তম গোলাকার স্তুপগুলির মধ্যে একটি। তিব্বত থেকে আসা বড় শরণার্থী জনগোষ্ঠীর আগমনে বৌদ্ধের আশেপাশে ৫০ টিরও বেশি গুম্ফা রয়েছে। একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে, ওখানকার সময় আমাদের থেকে ১৫ মিনিট পেছনে। বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে উল্লেখযোগ্য তীর্থ হল বুদ্ধনাথ স্তূপ। ১৯৭৯ সালের হিসাবে বৌদ্ধস্তূপ একটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে চিহ্নিত। স্বয়ম্ভুনাথের পাশাপাশি এটিও কাঠমান্ডু অঞ্চলের জনপ্রিয় পর্যটন স্থান। তিব্বতিরা দাবি করেছেন, যে সাইটে স্তুপটি ১৫ শতকের শেষের দিকে বা ১৬ শতকের গোড়ার দিকে খনন করা হয়েছিল এবং সেখানেই রানা আমশুভারমার ৬০৫ থেকে ৬২১ হাড় পাওয়া গিয়েছিল। এবার আমরা গেলাম ভক্তপুর।

ভক্তপুর : ভক্তপুরকে স্থানীয়ভাবে খোয়াপাও বলা হয়। কাঠমান্ডু শহরের ১৩ কিলোমিটার দূরে ভক্তপুর। নেপালের সবচেয়ে ছোট শহর এবং সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হয়। ১২ দশকে ভক্তপুরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, লিচ্ছবি রাজবংশের এক রাজাও সেই সময় থেকেই এটি ঘন বসতিপূর্ণ স্থান বলে চিহ্নিত হয়। যখন নেপাল তিনটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়, মল্লরাজ বংশকে ভক্তপুর দেখভালের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। সেই সময় ভক্তপুরের স্বর্ণযুগ হিসাবে বিবেচিত হয়। ১৪২৮ সালে বিভাজনের পরও ভক্তপুর একটি ধনী এবং একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। ১৭৬৮ সালে গোর্খা রাজ্যের বিজয়ের মাধ্যমে নেপাল মান্ডলীয় নেওয়ার শাসনের অবসানঘটে। এখানে নেওয়ার হিন্দু ধর্ম। সংখ্যা ৮৪.৩৫%, নেওয়ার বুদ্ধ ধর্ম ১০.৭৪, খ্রিস্টান ধর্ম ১০.৭%। এই অঞ্চলে জাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো থারুস, পাহাড়ি মানুষ, অন্যান্য ইন্দো-আর্য জাতি, তিব্বত-বর্মন ভাষাভাষী। নেপাল ভাষাকে চীন-তিব্বতীয় ভাষার মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

তবে এটিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং মৈথিলীর মতো দক্ষিণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির প্রভাব রয়েছে। নেওয়াররা একটি অভিন্ন ভাষায় কথা বলে। তাদের ভাষা হল নেপাল ভাষা। ওখানকার কবিতা প্রেমের গান ব্যালাড, কাজের গান এবং ধর্মীয় কবিতা নিয়ে গঠিত। ঐতিহাসিক ঘটনা ও ট্রাজেডি বর্ণনা করে মহাকাব্য খুবই জনপ্রিয়। আধুনিক নেপাল ভাষা সাহিত্য ১৯৪০ এর দশকে ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং নাটকের মত নতুন ধারার উদ্ভবের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

বর্তমানে ভক্তপুরের দই খুবই বিখ্যাত। গেলে অবশ্যই ভক্তপুরের দই খেতে ভুলবেন না। ভক্তপুরের ইতিহাস অনেক বড়। লিখতে গেলে দীর্ঘ হবে, অনেকেই বোরিং হয়ে যাবে।

ভরতপুর : ভরতপুর রাজবাড়ি দেখলাম। ২০১৩ সালে রাজবাড়িটি পৌরসভার কার্যালয়ে পরিনত হয়েছে। ভরতপুর হল নেপালের একটি বিভাগ। এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ৩,৬৯,৩৭৭। এটি নেপালের তৃতীয় সর্বাধিক জনবহুল শহর। কাঠমান্ডু থেকে ভরতপুর তিনভাবে যাওয়া যায়। দিল্লী থেকে ফ্লাইট, ট্রেন অথবা ড্রাইভ। ভরতপুর সমতল ভূমি । রাজবাড়ির সামনেই নানারকম সবজি বিক্রি হচ্ছিল। কোয়াশ ওখানে ৩০ টাকা কিলো। সাড়ে তিন কেজি কফির দাম ১০০ নেপালি টাকা। আমাদের ১০০ টাকায় ১৬০ টাকা নেপালি। এটি সরকারি রেট। তবে সব জায়গাতেই ১.৫ এর বেশি কেউ দেয় না। অর্থাৎ ভারতের ১০০ টাকায় নেপালের ১৫০ টাকা ও ওখানকার জিনিস পত্রের দাম খুব বেশি।

চলবে...

নেশার টাকা না পেয়ে মাকে মারধর ছেলের, পা ভাঙলো মায়ের

প্রতিনিধি ঃ পরিচারিকা মায়ের সামান্য উপার্জিত টাকা নেশা করার জন্য দিনের পর দিন কেড়ে নিচ্ছিল ছেলে। মায়ের আপত্তিতে ছেলের মারধোরের ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল প্রতিবেশীরা। শুক্রবার নেশার টাকা না দেওয়ায় ছেলের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে ঠাঁই হল মহিলার। ছেলের এমন কীর্তির অভিযোগ নিয়ে এক প্রতিবেশী থানার দ্বারস্থ হতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো। গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া সোনাটিকারী এলাকার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ছেলের নাম পলাশ পাল । বছর পঞ্চাশের আহত মা বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রতিবেশী রিনা বিশ্বাসের অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছে ,বছর কয়েক আগে মিনা দেবীর স্বামী মারা যায়। একমাত্র ছেলে পলাশকে নিয়ে চাঁদপাড়া সোনাটিকারীর বাড়িতে থাকতেন তিনি। বেশ কয়েক বছর আগে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়েছে ছেলে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পড়ে নেশায় আসক্ত পলাশ। নেশার টাকা জোগান দিতে পরিচারিকা মাকে বেছে নেয় সে। মাসের শেষে লোকের বাড়িতে রান্না করে মিনা দেবী যা পান তা থেকে এই ছেলেকে দিতে হবে নেশার টাকা। এই ছিল একমাত্র ছেলে পলাশের দাবি। না দিলেই চলত মায়ের উপরে অকথ্য অত্যাচার।

জলপাইগুড়ির গ্রামে সুস্থ্য- সংস্কৃতির আলো জ্বালছে স্বপ্নচর

নীরেশ ভৌমিক ঃ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানে ঘেরা কৃষি বাগান গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবুজ মুক্তাঙ্গনে সম্প্রতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল স্বপ্নচর এর জলপাইগুড়ি শাখা। জনা চল্লিশ রাজবংশী পরিবারের শিশু কিশোর শিক্ষার্থীগণ দিনভর আয়োজিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চা বাগানের মহিলা শ্রমিক ও গ্রামের গৃহবধূরা।

অনুষ্ঠানের অঙ্কন মেলাসহ কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেয় গ্রামের অন্যান্য শিশু কিশোররাও। পরিশেষে সহজ পাঠশালার শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করে 'গাহি সাম্যের গান' শিরোনামে কবিতা ও গীতিনৃত্য আলেখ্য। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন শিক্ষিকা সুদীপ্তা দাস ও সৌমি সিন্হা।

গীতিনৃত্য আলেখ্যতে অংশ গ্রহন করে অনুপম, আদিত্য, আয়ুষি, লাবনি শরন্যা, প্রিয়তম, গনেশ, অঙ্কিতা, আমৃতা, লাকি, রিদম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সংস্কৃতি প্রেমী উপ প্রধান ক্ষিতীশ রায়। উপ প্রধান শ্রী রায় প্রত্যন্ত এলেকার উন্মুক্ত প্রান্তরে আয়োজিত এ ধরনের সংস্কৃতিক পরিসরে এলেকার শিশুদের স্বতঃ স্ফূর্ত অংশ গ্রহনে মুখরিত অনুষ্ঠানের আয়োজক স্বপ্নচর নাট্য সংস্থার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

বিজেপি বিধায়কের কম্বল প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রচন্ড শীতে যারা প্রয়োজনীয় শীত বস্ত্রের অভাবে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। সেই সমস্ত অসহায় ও দরিদ্র মানুষজনের পাশে এসে দাঁড়ালেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। গত ২৮ জানুয়ারি রাতে স্বপন বাবু সদলবলে চাঁদপাড়া বাজার হয়ে চাঁদপাড়া রেল ষ্টেশনে আসেন। স্টেশন এলাকায় ও প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকা অসহায় মানুষজনের হাতে শীতবস্ত্র কম্বল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এদিন কম্বল প্রদান অনুষ্ঠানে ছিলেন দলনেতা প্রবীর রায়, প্রণব সরকার, দলীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ রায় প্রমুখ বিশিষ্টজন।

চাঁদপাড়া রেলবাজারে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

সংবাদদাতা ঃ ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতবর্ষের ৭৫ তম সাধারণতন্ত্র দিবস সারা দেশের সাথে মর্যদা সহকারে উদ্‌যাপন করে চাঁদপাড়া ১নং রেলবাজার সমিতি। এদিন সকালে সমিতির কার্যালয় অঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও জাতির জনক মহাত্মাগান্ধী, মহান স্বাধীনতা যোদ্ধা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক ও চিরঞ্জিত বৈরাগী। ছিলেন নবগঠিত বাজার কমিটির সভাপতি বিকাশ শীল, সম্পাদক জয়দেব বর্ধনসহ অন্যান্য সদস্যগণ।

বারের সামনে গুলি চালানোর অভিযোগ, ধৃত ২

প্রতিনিধি ঃ রেস্টুরেন্ট কাম বারের সামনে শূন্যে গুলি চালানোর অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করল গাইঘাটা ও বনগাঁ থানার পুলিশ। একজনার কাছ থেকে উদ্ধার হল একটি আগ্নোস্ত্র ও এক রাউন্ড গুলি।.মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার বকচরা এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম জয় সরকার ও অমিত হালদার। জয়ের বাড়ি বনগাঁ থানার কুঠিবাড়ি ও অমিতের বাড়ি বনগাঁ থানার মতিগঞ্জ এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, বকচরা এলাকায় চিন্ময় সাহার একটি বার কাম রেস্টুরেন্ট রয়েছে। অভিযোগ, বারে খাওয়া-দাওয়া করার পর টাকা পয়সা নিয়ে বার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জয় অমিত সহ তিনজনের ঝামেলা বাঁধে।

অভিযোগ, এরপরেই তারা বাইরে শূন্যে দু রাউন্ড গুলি চালায়। গুলির শব্দে এলাকা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বারের মালিক চিন্ময় সাহার অভিযোগে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ।

রাতেই দুই থানার অভিযানে দুই দুষ্কৃতী গ্রেফতার হয়। জয় সরকারকে গাইঘাটা থানার পুলিশ ও অমিত হালদারকে তার মতিগঞ্জের বাড়ি থেকে বনগাঁ থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অমিতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করে পুলিশ।

মনমোহনপুর প্রণবানন্দ জনকল্যান আশ্রমে মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি গাইঘাটার দোগাছিয়া মনমোহনপুরের প্রণবানন্দ জনকল্যান আশ্রমে মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন ও শ্রী শ্রী প্রণবানন্দ মহারাজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। ট্রাস্টের পরিচালক স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজের আহ্বানে এদিন দেশের বিভিন্ন মঠ ও মিশনের সাধুসন্তগনের উপস্থিতিতে বৈদিক বিশ্বশান্তিহোম মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। প্রণবানন্দজী মহারাজের ১২৯তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের শ্রীমৎ স্বামী সর্বাত্মনন্দজী মহারাজ। দুদিন ব্যাপী আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল হিন্দুধর্ম সম্মেলন, অন্নকূট ভোগ ও মহোৎসব, পূজা, মঙ্গলারতী, গীতা, চন্ডীপাঠ এবং সংগীতানুষ্ঠান। এছাড়াও ছিল বিনাব্যয়ে চিকিৎসা শিবির। সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও চিকিৎসক ডাঃ পিযূশ কান্তি ধর। বিভূতিভূষণ হল্ট স্টেশন পার্শ্বস্থ প্রণবানন্দ আশ্রমের প্রাণপুরুষ স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজ জানান, এই আশ্রমে বছরভর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার, শিক্ষা-বিস্তার, নানাবিধ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ, যোগাসন ও স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিভিন্ন স্থানে বৈদিক শান্তি যজ্ঞের আয়োজন এবং সে সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেবাকার্যে অংশ গ্রহন করা হয়।

দেগঙ্গার গোঁসাইপুরে ইফকোর কৃষক সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশের বৃহত্তম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোম্পান লিঃ এর উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় গত ৩ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দেগঙ্গা ব্লকের গোঁসাইপুর জোয়ারিয়া গ্রামে এক কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের কৃষক সভায় এলেকার বিভিন্ন গ্রামের ৬২ জন কৃষিজীবী মানুষ উপস্থিত হন। সভায় ইফকোর জেলার ফিল্ড ম্যানেজার বিশিষ্ট কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ মিঃ রীতেশ ঝা উপস্থিত ছিলেন। সমবেত কৃষকদের সামনে সার বিশেষজ্ঞ মিঃ ঝা ইফকোর যুগান্তকারী আবিষ্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি এ পি তরল সারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সঙ্গে এই তরল সার জমি ও ফসলে ব্যবহারের পদ্ধতি ব্যক্ত করেন। ইফকোর প্রতিনিধি রীতেশ জির বক্তব্য মনযোগ সহকারে শোনেন এবং ফসলে ইফকোর তৈরি সার ব্যবহারের পদ্ধতি ও ভালো ভাবে বুঝে নেন।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে তারকাঁটার উপর দিয়ে ছুড়ে সোনা পাচারের চেষ্টা

প্রতিনিধি ঃ রাত নামতেই সীমান্তর ওপারে একটি ছোট ব্যাগ হাতে ঘাপটি মেরেছিল এক বাংলাদেশী। লুকিয়ে জওয়ানদের গতিবিধিলক্ষ্য করছিল। বিএসএফ জওয়ানরা ওই এলাকা থেকে সরে যেতেই বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে তা র কাঁটার ওপারে ভারতের দিকে ছোট ব্যাগ ছুড়ে মারে সে। এক ভারতীয় সেই ব্যাগ সংগ্রহ করতে আসতেই বিএসএফের চোখে পড়ে যায়। জওয়ানরা ছুটে আসতেই ব্যাগ রেখে পালিয়ে যায় পাচারকারি। ব্যাগের তল্লাশিতে উদ্ধার হল একটি সোনার বার। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার মামা ভাগিনা সীমান্তে।

বিএসএফ জানিয়েছে, একটি মোটা সোনার বার উদ্ধার হয়েছে। যার ওজন ১.১৬০ কেজি। ভারতীয় বাজার মূল্য প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা। চোরাকারবারীরা এই সোনারবারটি তাঁর কাঁটার উপর দিয়ে ছুঁড়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচারের চেষ্টা করছিল। মামাভাগিনা সীমান্তের ৬৮নং ব্যাটালিয়নের জোয়ানরা ঝোপের মধ্যে শব্দ পেয়ে ছুটে যেতেই ব্যাগ ফেলে রেখে ভারতীয় পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। উদ্ধার হওয়া সোনা বাগদা শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

বেহাল সড়ক, দুর্ভোগে এলাকাবাসী

প্রথম পাতার পর...

ঢিমে তালে চলায় এই সড়কে যাতায়াতে মানুষজনের সমস্যা বেড়েই চলেছে। স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী সহ এলেকার সাধারন মানুষজন এই রাস্তায় চলাচলে সমস্যায় পড়ছেন।চাঁদপাড়া বাজার থেকে ঠাকুরনগর

সড়ক চাঁদপাড়া ষ্টেশন রোডের তেমাথা পর্যন্ত বেহাল হয়ে রয়েছে। সেকারনে এই দুর্গম সড়ককে এড়িয়ে যান বাহন সহ পথ চলতি মানুষজন বিকল্প পথ ধরছেন। চাঁদপাড়া ষ্টেশন থেকে আটো টোটো রেল ভ্যান রিক্সা সহ ছোট গাড়ি মেন রোড ছেড়ে রেল লাইনের পাশের রাস্তা ধরে এবং চাঁদপাড়া ঠাকুরনগর সড়ক এড়িয়ে সোনাটিকারিতে অবস্থিত আর্ট কলেজের গলিপথ ধরে আমততলা প্রাথমিক স্কুলে যাবার সংকীর্ন পথে চাঁদপাড়া বাজার বা বিডিওর কার্যালয় অভিমুখে যাতায়ত শুরু করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা গৃহ শিক্ষক অমিত ঘোষ জানান, পাড়ার ভিতরের রাস্তায় হঠাৎ করে রেল যাত্রী সহ গাড়ি ঘোড়ার চলাচল ভিষণ ভাবে বেড়ে যাওয়ায় পাড়ার মানুষজনও সমস্যার পড়েছেন, ট্রেন টাইমে রাস্তা জ্যাম হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষক অমিত বাবু অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে জানান, জলের পাইপ বসানোর জন্য পাড়ার ভেতরের এই সমস্ত রাস্তার পাশ দিয়ে রাস্তা খোঁড়া হয়েছে বহুদিন। অথচ অদ্যাবধি রাস্তার সংস্কার হয়নি। ফলে বেহাল রাস্তায় যান বাহন সহ মানুষজনের যাতায়াত অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠেছে। গত ২ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক পরীক্ষার শুরুর দিন পরীক্ষাথীগণকে মহা সমস্যায় পড়তে হয়। স্থানীয় প্রশাসন বালি ফেলে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করলেও এবড়ো খেবড়ো ও দুর্গম রাস্তায় চলাচল বিপজ্জনক থেকেই যায়। জল কাদায় মাখামাখি সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য
যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

মন ভরানো হাসির শর্ট ফিল্মস্, ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য স্ক্যান করুন আমাদের এই কোডে অথবা ইউটিউবে সার্চ করুন
www.youtube.com/@monalisafilms5673
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সত্ত্বর যোগাযোগ করুন— ৯৭৩৩০৮৭৬২৬
মোনালিসা ফিল্মস্ বনগাঁ

সিসি ক্যামেরা সীমান্ত বাজারে

প্রথমপাতার পর...

এসডিপিও শান্তনু ঝাঁ ও বাগদা থানার পুলিশ আধিকারিক গণেশ বাইনের তত্ত্বাবধনে বাজার সংলগ্ন প্রতিটি রাস্তার

মোড়ে ক্যামেরা লাগানো হয়। বাগদার এসডিপিও শান্তনু ঝাঁ বলেন, সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার সহ একাধিক চোরাচালান ও এলাকায় দুষ্কৃতীমূলক কার্যকলাপ রুখতে সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। আজ বাণেশ্বরপুর বাজারে চারটি ক্যামেরা লাগানো হল।

এরপর আষাঢু বাজার, আউলডাঙ্গা বাজার, বৌকল্লা বাজার সহ একাধিক জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে বলেও জানান তিনি। সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর পর এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ চোরাচালান অনেকটাই কমবে বলে আশাবাদী স্থানীয়রা।

চাষের আড়ালে সোনা পাচার, ধৃত মহিলা

প্রথমপাতার পর...

থানার আংরাইল ঘোষপাড়ার বাসিন্দা। জিজ্ঞাসাবাদে ওই মহিলা জানায়, অন্যের জমিতে দৈনিক পারিশ্রমিকে চাষাবাদের কাজ করে সে।

প্রতিদিনের মতো এদিনও চাষের কাজে গিয়েছিল। বাংলাদেশের এক ব্যক্তি তাকে ছোটো একটি ব্যাগে করে ১২ টি সোনার বিস্কুট দেয়। পরে তাঁর রান্নাঘরের পাশের বাগানে লুকিয়ে রাখা আরো ১০টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। ধৃত মহিলা ও সোনা গুলি শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626 মোনালিসা ফার্ণিচার

অভিষেক বাণী নিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়া

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৬ ফেব্রুয়ারী চাঁদপাড়া স্টেশন পার্শ্বস্থ রেল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৪। এদিন সকালে পতাকা উত্তোলন, প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন,

ঢাকুরিয়া উদয়নপল্লীস্থিত শিশু শিক্ষালয় অভিষেক বাণী নিকেতন এর বাৎসরিক প্রতিযোগী পড়ুয়াদের মাঠ প্রদক্ষিণ ও শপথ বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় বিদ্যালয়ের ৩১তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। কচি কাঁচা শিক্ষার্থীরা দৌড় ছাড়াও ব্যাঙ দৌড়, বিস্কুট দৌড়, সবজি দৌড়, রাজারানী, মিউজিক্যাল চেয়ার ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তবে ছোটদের পোষাক বদল ও সকলের জন্য 'যেমন খুশি সাজো' প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয়ের সাধন ঘোষ জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের ২০টি ইভেন্ট ছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং অভিভাবকগণের জন্যও ছিল আকর্ষনীয় ইভেন্ট।

প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

গাইঘাটা লীগে চ্যাম্পিয়ন চাঁদপাড়া মিলন চক্র

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় গাইঘাটা ব্লক জোনাল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত গাইঘাটা ফুটবল লীগ। এদিন অপরাহ্নে চাঁদপাড়া মিলন সংঘ ময়দান এ্যাসোসিয়েশনের পতাকা উত্তোলন করে আয়োজিত ফুটবল ফাইনালের সূচনা করেন কার্যকরি সভাপতি কপিল ঘোষ। মাঠে উপস্থিত দুই দলের খেলোয়াড়দের সাথে করমর্দনের পর ফুটবলে কিক্ অফ করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি। ছিলেন চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, উপ প্রধান বৈশাখী বর, প্রাক্তণ জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায়, বর্ষিয়ান ফুটবলার অবনী বিশ্বাস, অর্জুন মল্লিক, অসীম বর, ক্রীড়া প্রেমী শ্যামল বিশ্বাস, উত্তম সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও ক্রীড়া বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, ছিলেন জেলা রেফারি এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ক্রীড়া প্রেমী মণিভূষণ দাস।

এদিনের ফুটবল ফাইনালে চাঁদপাড়ার মিলন চক্র ক্লাব স্থানীয় সিন্হা স্পোর্টস ক্লাবের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও মিলন চক্র ক্লাব ৩-১ গোলে প্রতিদ্বন্দ্বী সিন্হা স্পোর্টসকে পরাস্ত করে টুর্নামেন্টের সেরার শিরোপা অর্জন করে। এদিনের খেলা পরিচালনায় ছিলেন বাসুদেব পাল, বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাপ্পা মণ্ডল ও দীপ্তক চক্রবর্তী। মাঠ ভর্তি দর্শক এদিনের ফুটবল ফাইনাল বেশ উপভোগ করে।

খেলা শেষে এ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সম্পাদক বর্ষিয়ান ফুটবলার অবনী বিশ্বাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজিত ও বিজয়ীদলের অধিনায়কের হাতে যথাক্রমে কাশীনাথ রায় স্মৃতি চ্যালেঞ্জ ট্রপি ও নগদ ৫ হাজার টাকা এবং চ্যাম্পিয়ন মিলন ক্লাবকে নগদ ৭ হাজার টাকা ও হরিপদ দাস স্মৃতি ট্রপি, এছাড়া ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট ও ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সহ বিভিন্ন দিকে সেরাদের হাতে আকর্ষনীয় পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

এ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য সমীরণ সানা, তপন সাহা, শচীন্দ্র নাথ ঢালি, অলক রায়, প্রভাষ বিশ্বাস প্রমুখের আন্তরিক উদ্যোগে এদিনের ফুটবল ফাইনাল সার্থকতা লাভ করে।

চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি প্রাথমিকের বার্ষিক ক্রীড়া

নীরেশ ভৌমিক ঃ ৪ ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০২৪। এদিন সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পড়ুয়াদের মাঠ প্রদক্ষিণ ও শপথ বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে ৩৬তম বার্ষিক প্রতিযোগিতার সূচনা হয়।

বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটা ব্লকের জয়েন্ট বিডিও কার্তিক রায়, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, উপ-প্রধান বৈশাখী বর বিশ্বাস, প্রাক্তণ প্রধান মনিমালা বিশ্বাস, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষিকা মিনতী রায়, ক্রীড়াপ্রেমী অশোক সাহা শুকদেব সাহা, প্রমুখ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকগণ সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্প স্তবকে বরণ করে নেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলীপ ভট্টচার্য সকলকে স্বাগত জানান।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক শতদল দেব জানান, এদিন মোট ২৬টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা

হয়েছে। ছোটদের আলুদৌড়, লজেন্স দৌড়, রাজা রানী, মোরগ লড়াই এবং সকলের জন্য যেমন খুশি সাজো প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পড়ুয়াগনের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

খুচরো সার ব্যবসায়িদের সাথে ইফকোর সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশের বৃহত্তম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোম্পানির উদ্যোগে গত ২৯ জানুয়ারি ব্লকের খুচরো সার ব্যবসায়িদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় দেগঙ্গা থানার জীবনপুরে। দেগঙ্গার সি এ ডি পি, এফ এস, সি, এস লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনায় এদিনের আলোচনা সভায় ৩৪ জন খুচরো সার ব্যবসায়ি উপস্থিত হন। সভায় ইফকোর বিশিষ্ট কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ মিঃ রীতেশ ঝা ইফকোর যুগান্তকারী আবষ্কিার ন্যানো ইউরিয়া, ন্যানো ডিএপি (তরল) সার কৃষিতে ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রযোজনীয়তা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি সমবেত সার বিক্রেতাদের সামনে তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে ইফকোর সারের ব্যবহার এবং গুরুত্ব ও উপকারিতা বিষয়েও আলোচনা করে ।সার ব্যবসায়িগণ ইফকোর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

HALL MARK

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— **Mob. : 9733087626**

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**